সুধানিঝরের শ্রদ্ধাঞ্জলি ও চিরকালের গান

গত ১৫ই অক্টোবর ২০১১ সন্ধ্যায় অ্যাশফিল্ড পোলিশ ক্লাবে সিডনীর শুদ্ধধারার সংগঠন "সুধানিঝর", একজোগে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সার্ধশত জন্মবার্ষিকী, নজরুল ইসলামের জন্মবার্ষিকী, ও পদ্মাপাড়ে গড়ে ওঠা আধুনিক বাংলা গানের পথিকৃতদের স্মরণে এক মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক সন্ধ্যা মিলনায়তন পূর্ণ দর্শক শ্রোতাদের উপহার দেয়। প্রবাসে শুদ্ধধারার সংস্কৃতি প্রচারের উদ্দেশেই ২০০৫ থেকে এই সংগঠন তার মেধার পরিচয় রেখে চলেছে।

দুটি ভাগে পরিচালিত এই অনুষ্ঠানের ১ম পর্বটি শুরু হয় কবিগুরুর সেই অতি পরিচিত নিজের জন্মদিন উপলক্ষ্যে লিখা "হে নুতন দেখা দিক আর বার" গানটি দিয়ে। কবিতার মাধ্যমে, নজরুল এবং রবিন্দ্রনাথকে আলাদা না ভেবে পর্জায়ক্রমে শিল্পীরা বেশ কিছু নজরুল এবং রবিন্দ্রানাথের সমবেত-একক-দ্বৈত সংগীত, নাচ, ও কবিতা উপস্থাপনের মাধ্যমে প্রায় দেড় ঘন্টা দর্শকদের মাতিয়ে রাখেন। এই পর্বের সব একক ও সমবেত সঙ্গীতগুলির সঙ্গে নজরুল ইসলামের "সৃষ্টি সুখের উল্লাসে" ও ডঃ মঞ্জুর হামিদ কচির গাওয়া "কৃষ্ণকলি আমি তারেই বলি" গানটির সাথে সুরভী নুরের নৃত্যটি বিশেষ প্রশংসা কুড়ায়। এই পর্বের পোশাক সজ্জা এবং সঙ্গীত পরিবেশনার সাথে মিল রেখে, স্টেজ তৈরি, আলোর কারুকার্জ, এবং অজানা অনেক নুতন তথ্যে ভরা অজয় দাস গুপ্তের উপস্থাপনা স্রোতাদের মুগ্ধ করে রাখে।

বিরতির পরে ২য় পর্বের অনুষ্ঠানে পদ্মাপাড়ের প্রচুর গান পরিবেশনার মাধ্যমে শিল্পীরা দর্শক শ্রোতাদের নষ্টালজিক করে ফেলে। এ পর্যায়ের উল্লেখযোগ্য পরিবেশনার মধ্যে ছিলঃ তুমি যে আমার কবিতা, দিন যায় কথা থাকে, চেনা চেনা লাগে তবু অচেনা, দুঃখ আমার বাসর রাতের পালংক। আর সমবেত পরিবেশনায় - তুমি কি দেখেছ কভু, সব সখিরে পার করিতে নেব আনা আনা এই গানগুলি। সম্পূর্ণ গান পরিবেশনের পাশাপাশি শিল্পীরা পুরনো দিনের প্রায় ১২ টি গানের প্রথম কলি শুনিয়ে দর্শক শ্রোতাদের আবেগাপ্লুত করে ফেলে। অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘটে ডঃ মঞ্জুর হামিদ কচির গাওয়া এবং সমবেত নৃত্য পরিবেশনায় "ও আমার দেশের মাটি" গানটি দিয়ে।

নতুন আঙ্গিকের এই অনুষ্ঠানটির সংগীত পরিবেশনায় ছিলঃ ইমরান আহমেদ, হ্যাপি রহমান, পিয়াল রহমান, নাসিমা আকতার, সাজিয়া হোসেন, সামিনা রাজ্জাক, কাঁকন নবী, শাল্কি বৈতালিক, তাসফিয়া তাবাসসুম, আনিকা সারোয়ার, মুসফেকা রহমান দোলা, রাকিবুল ইসলাম রাজীব, আহসান হাবিব, অজয় দাস গুপ্ত, ডঃ মঞ্জুর হামিদ কচি, তুহিনা মাহমুদ মিষ্টি, সাবিহা নাসরীন, দীপা দাস গুপ্ত, সীমা আহমেদ, শারমিন জাহান পাপিয়া। নৃত্যেঃ মুসফেকা রহমান দোলা, সুরভি নুর, রিসা রহমান। মঞ্চ সজ্জায়ঃ রোমসা রহমান, দীপা দাস গুপ্ত, মনির হোসেন, শিহাব রহমান, রাহুল হাসান, হাফিজ রহমান। আলোকসজ্জাঃ শাহীন শাহনেওয়াজ। প্রজেক্টরঃ শিহাব রহমান, হ্যাপি রহমান। যন্ত্র সংগীতেঃ শাজাহান বৈতালিক, জাহিদ হাসান, তাসকিন রহমান, ও ইমরান আহমেদ। সার্বিক সহযোগিতায়ঃ মোশারফ হোসেন ও মেহজাবিন হোসেন। সম্পূর্ন অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন ডঃ মঞ্জুর হামিদ কচি।

অনুষ্ঠানে বাংলাদেশের বিশিষ্ট শিল্পী কলিম শরাফী, অজিত রায়, আজম খান, মৃদুল কান্তি চক্রবর্তী, ও আবিদ শাহরিয়ার কে শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করা হয়।

সুধানিঝর
জন্মদিনের শ্রদ্ধাঞ্জলি

ধানিঝর